মেহেরপুরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলামের জন্মবার্ষিকী উদযাপন

মেহেরপুরের অন্যতম সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠন ভৈরব সাহিত্য সাংস্কৃতিক চত্বরের আয়োজনে আজ শনিবার বিকেলে মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ মিলনায়তনে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মবার্ষিকী উদযাপন করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, সংগঠনের সভাপতি অ্যাড. এম. আনোয়ার হোসেন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের উপাধ্যক্ষ আবদুল্লাহ আলা-আমিন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সহকারী অধ্যাপক (অব:) মো: আব্দুল মজিদ এবং সংগঠনের সিনিয়র সহ-সভাপতি ডা. এম. এ. বাশার।

অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক সুশীল চক্রবর্তী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব আনিছুর রহমান, কবি বাশরী মোহন দাস, কবি আবুল হাসেম প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে সংগীত পরিবেশন করেন সংগীতশিল্পী ফৌজিয়া আফরোজ তুলি ও আসাদুল ইসলাম খোকন। যন্ত্রসংগীতে ছিলেন শামীম জাহাঙ্গীর সেন্টু।

কবিতা আবৃত্তিতে অংশ নেন কবি ম. গোলাম মোস্তফা, বাশরী মোহন দাস, নুর আলম, এস. এম. এ. মান্নান, মোমিনুল হক, লিয়াকত আলী, শফিকুর রহমান সেন্টু, ফিরোজা খাতুন, দিলারা জাহান, লিয়াকত হোসেন, বদরুদ্দোজা বিশ্বাস, সাইফুল ইসলাম প্রমুখ।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ভৈরব সাহিত্য সাংস্কৃতিক চত্বরের সাধারণ সম্পাদক মেহের আমজাদ।

শিল্পকলাতে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতি অনুষ্ঠান

“তোমারে দেবনা ভুলিতে”জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৩ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মেহেরপুর শিল্পকলা একাডেমী মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে।
শনিবার (২৮ মে) দিবাগত রাত ৮ টার সময় সুর সাধনা সাংস্কৃতিক সংগঠণ এ আয়োজন করে।
সুর সাধনা সাংস্কৃতিক সংগঠণের সভাপতি ও মেহেরপুর সরকারী মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর রফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর জজকোর্টের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) অ্যাডভোকেট পল্লভ ভট্টচার্য, মেহেরপুর শিল্পকলা একাডেমীর সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান, বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক সংগঠক সিরাজুল ইসলাম ও গাংনী শহীদ স্মৃতি পাঠাগারের সহসভাপতি ছড়াকার ইয়াসিন রেজা।
এসময় উপস্থিত ছিলেন, সুর সাধনা সাংস্কৃতিক সংগঠণের সাধারণ সম্পাদক সাধনা খাতুন, বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী ফিরোজ হোসেন, গাংনী করমদী ডিগ্রী কলেজের প্রভাষক এএসএম সায়েম পল্টু, সূর্যোদয় স্কুল এন্ড কলেজের পরিচালক ও বিশিষ্ট কবি আবুল কাশেম, গীতিকার শহিদুল ইসলামসহ মেহেরপুরের বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যাক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।
পরে কবির গান ও কবিতা নিয়ে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

সাম্যের কবি নজরুল ইসলামের ১২৩তম জন্মবার্ষিকী

আজ বুধবার (২৫ মে) জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৩তম জন্মবার্ষিকী। বাংলা সাহিত্যের অবিসংবাদিত কিংবদন্তীর জন্মদিনে কবির প্রতি জানাই গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি।

কবি কাজী নজরুল ইসলাম অন্যায়ের বিরুদ্ধে ছিলেন সোচ্চার, ছিলেন প্রতিবাদী। তার ক্ষুরধার লেখনি অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে বিপ্লবের মন্ত্র উচ্চারিত হয়।
বহুমূখী বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী মহান কবি ছিলেন, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, সুরকার, সঙ্গীতজ্ঞ, সাংবাদিক ও চলচ্চিত্র নির্মাতা। বাংলা সাহিত্যের পরতে পরতে জড়িয়ে তার সাহিত্যকর্ম। নির্বাক হওয়া পর্যন্ত সাহিত্য-চর্চায় ব্রতী ছিলেন এই মহান কবি।
দেশের স্বাধীনতা ও মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য উপনৈবেশিক শাসক গোষ্ঠীর অন্যায়ের বিরুদ্ধে কলমকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে কারাগারে নির্যাতিত হয়েছেন বারবার। তাই বৃটিশদের সেই জেলখানাতে বসেও বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিলেন কবি।
কবি লখিছেলিনে,
“কারার ঐ লৌহকপাট
ভেঙে ফেল কর রে লোপাট
রক্ত-জমাট শিকল পূজার পাষাণ-বেদী
ওরে ও তরুণ ঈশান
বাজা তোর প্রলয় বিষাণ
ধ্বংস নিশান উড়ুক প্রাচীর প্রাচীর ভেদি”

কবি নজরুলের কবিতার মূল বিষয়বস্তু ছিল মানুষের ওপর অত্যাচার, সামাজিক অনাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ।
জাগরণের কবি কাজী নজরুল ইসলাম। উপমহাদেশের স্বাধীনতার প্রথম বলিষ্ঠ কন্ঠস্বর। তার কবিতা ও গান আমাদের মুক্তি সংগ্রামে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে।
বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে তার লেখা সেই বিখ্যাত গানটি “চল্ চল্ চল্ গানটি আমাদের জাতীয় রণসঙ্গীত।
আমি বিশ্বাস করি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ঔপনিবেশিক শৃঙ্খল ছিন্ন করে দেশ থেকে অন্যায় অবিচার ও অত্যাচার নির্মূল করতে তার লেখনীর আবেদন চিরদিন নির্যাতিত মানুষকে প্রেরণা যোগাবে।
পাশাপাশি সঙ্গীতে তার মানবপ্রেম, প্রকৃতিপ্রেম এবং সৃষ্টিকর্তার প্রতি আত্মনিবেদিত ভক্তিমূলক গানের আবেদন চিরকালীন ও চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে।